ভোরের কাগজ

৫৩

তারিখ ... SEP.-০৪-১৯৯৯
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১-৬

কাছের আয়না

নারী ও শিক্ষকনেত্রী হেনা দাস

অবিভক্ত বাংলায় নারী আন্দোলনকে যারা অগ্রসর করে নিয়েছেন, যারা তাদের দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, আদর্শ নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রামী জীবন ও কর্মের দৃষ্টান্তে প্রেরণা জুগিয়েছেন তাদের মধ্যে হেনা দাস অন্যতম।

খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সিলেট শহরে ১৯২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হেনাদাস জন্মগ্রহ করেন। তার পিতা সতীশচন্দ্র দত্ত সিলেট শহরে একজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। চুনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামের জমিদার জগৎচন্দ্র বিশ্বাসের বড়ো মেয়ে মনোরমা ছিলেন কমরেড হেনা দাসের মা শ্বশুরের উত্তরাধিকার সূত্রে সতীশচন্দ্র দত্ত ছিলেন জমিদার। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি হেনা দাস ছিলেন সিলেট সরকারি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তখন দেশজুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলছে। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তখন থেকেই বেআইনী পত্রপত্রিকা পড়তেন। বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন, মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রিশের দশক ছিল বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও আন্দোলনের সূচনাকাল। তখন অবিরাম চলতো মিছিল, সভা, শ্লোগান। হেনা দাসের বাড়িটা শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে পুরান লেন পাড়ায় ছিল, তাই জনসমুদ্রের উত্তাল- উন্মাদনা বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে তীব্রতায় ফেটে পড়তো। পুলিশবাহিনীর নির্মম আক্রমণের দৃশ্যও চোখে পড়তো ওখানেই, জনসমাবেশের কেন্দ্র ঐতিহাসিক গোবিন্দ পার্ক মূলত উত্তাল হয়ে উঠতো শ্লোগানে শ্লোগানে আর বক্তৃতার জ্বালাময়ী ভাষায়। তখন হেনা দাসের শিশুমনে অজান্তেই ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী একটা ঘৃণার ভাব পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার তাদের পরিবারেও ঢেউ তুলেছিল। এর ফলে তিনি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বড়ো হতে থাকেন।

হেনা দাস নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি সুরমা ভ্যালি গার্লস স্টুডেন্টস কমিটি গঠনের কাজে যুক্ত হন। ছাত্রদের থেকে পৃথকভাবে ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনায় তিনি সফল হন এবং ছাত্রীসমাজকে সংগঠিত করতে সক্ষম হন। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন এবং ওই বছরই সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৪২ সালের আগস্টে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আইনসঙ্গত বলে ঘোষিত হলো। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সারাদেশে অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে থাকে; দেখা দেয় ভয়ঙ্কর মন্বন্তর (বাংলা ১৩৫০)। একদিকে ফ্যাসিস্ট জাপানের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার প্রশ্ন, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্ন। ওই অবস্থায় মহিলাসমাজকে সংগঠিত ও সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হলো। সারাবাংলায় গড়ে ওঠে নতুন মহিলা সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। সিলেট জেলায় হেনা দাসের উদ্যোগে গড়ে উঠলো 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মহিলাকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির লক্ষ্য। পার্টি কর্মী হিসেবে এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী হিসেবে হেনা দাস প্রথমবারের মতো গ্রামে গেলেন। শহরের উচ্চবিত্ত ঘরের অল্প বয়স্ক শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে গ্রামের জীবনে অভ্যস্ত হওয়া, কৃষক মেয়েদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা একটা কঠিন সংগ্রাম বটে, আর এই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ কাজ নয়। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নারীসমাজের পশ্চাৎপদতার ভয়াবহ রূপের সঙ্গে হেনা দাসের প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন।

অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি সর্বোপরি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ গ্রামের মহিলাদের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা ছিল। ওই বাধা দূর করে গ্রামের মহিলাদের সচেতন করে কয়েক বছরের অবিরাম চেষ্টায় সিলেট জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সত্যিকারের গণসংগঠনের রূপ লাভ করেছিল। ওই সংগঠনের সংগ্রামী নেত্রী ছিলেন অনন্যসাধারণ মহিলা জোবেদা খাতুন চৌধুরী। মহিলা আন্দোলনের পাশাপাশি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন হেনা দাস। এ সময় সারা ভারতে গণনাট্য সংঘ তার শাখা বিস্তার করেছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উদ্যোগে সিলেট শহরে সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড নামে একটি গণনাট্যসংঘ আত্মপ্রকাশ করেছিল। গণনাট্য আন্দোলন সংস্কৃতিকে রূপান্তরিত করেছিল সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ হাতিয়ারে। জনগণ বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ঐ নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রচারমাধ্যমে। সে সময় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে সারা ভারতে সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন প্রগতিশীল ধারার সৃষ্টি করেছিল।

হেনা দাস

যে ধারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল জোয়ারকে নতুন রসে সঞ্জীবিত করেছিল। ১৯৪৬ সালের সংগ্রামের জোয়ারের মধ্যেই নেত্রকোনা জেলায় নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন হয়েছিল। ঐ সম্মেলনের লক্ষাধিক সংগ্রামী জনতার সামনে গণনাট্য সংঘের একজন শিল্পী হিসেবে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল হেনা দাসের— যা তার জীবনে এই প্রথম এবং শেষ। কারণ ১৯৪৮ সালের পর থেকে গোপন জীবন শুরু হলে তখন থেকে তার গানের কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালে সিলেট জেলায় ছাত্র আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনকে প্রসারিত করার জন্য হেনা দাসকে আবার ছাত্রফ্রন্টে নিয়া আসা হয়। দীর্ঘদিন পর তিনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন এবং ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করেন।

১৯৪৮ সালে রোহিনী দাসের সঙ্গে হেনা দাসের বিয়ে হয়। রোহিনী দাস ছিলেন সিলেট জেলা কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা। ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষক সমস্যা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি, কৃষকসমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অসীম ক্ষমতা, কঠিন নিরলস পরিশ্রমের অভ্যাস, কলেরা রোগীর সেবা থেকে আরম্ভ করে সব রকম সেবামূলক কাজে অগাধ নৈপুণ্য, সাংবাদিকতা ও অফিস রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ জ্ঞান, ত্যাগে ও নিষ্ঠায় অসাধারণত্ব রোহিনী দাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলার প্রথম প্রয়াস গ্রহণ করা হয় ময়মনসিংহ জেলায় এবং সেখানেই হয় প্রথম সম্মেলন। হেনা দাস ওই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পর তিনি আত্মগোপন অবস্থায় গ্রামে চলে যান।

সিলেট জেলার কৃষক আন্দোলনের ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ব্যাপক কৃষক আন্দোলন, প্রজাসত্ব আইন সংশোধনের আন্দোলন, খাজনা বন্ধ আন্দোলন, গাছ কাটার অধিকারসহ কৃষকদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন প্রভৃতি। ওইসব আন্দোলনের ঐতিহ্য ও শক্তি বহন করে গড়ে উঠেছিল নানকার আন্দোলন। নানকার মেয়েদের সচেতন করে তোলা ও আন্দোলনে সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন হেনা দাস। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় হেনা দাস নানকার আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সেই এলাকায় থাকতে পারেননি। চলে এলেন শহরে। কিন্তু শহরে তখন খুব কম বাড়িতেই আশ্রয় মিলতো। আত্মগোপন অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয় প্রশ্নটি তখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিছুদিন পর যখন শহরতলিতে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন ডেন তৈরি হলো, তখন তিনি সেখানে চলে গেলেন। স্থির হলো ওই ডেনকে কেন্দ্র করে চা বাগান এলাকায় গিয়ে কাজ করবেন। শহর থেকে ১০ মাইল দূরে শ্যামপুর চা বাগানে গিয়ে সেখানকার শ্রমিক বস্তিতে মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে লেগে গেলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে চা বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন শুরু করেন দেবী, দিগেন, অশ্বিনী আর জ্যোতির্ময়।

১৯৫০ সাল, মুসলিম লীগ সরকারের উস্কানিতে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছিল। তখন হিন্দুসমাজের মধ্যে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলেও হেনা দাস বা তাদের পরিবারের কারো মধ্যে দেশত্যাগের চিন্তা ছিল না। ওই দাঙ্গার বীভৎসতা ও তার বিয়োগান্তক পরিণতি ক্যানসারের মতো দেশের সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় হেনা দাস অসুস্থ হয়ে পড়ায় চা বাগানে তার পক্ষে কাজ করা আর সম্ভব হলো না। হেনা দাস ঢাকায় আসলেন চিকিৎসার জন্য।

তখন ঢাকাতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। এরপর স্থির হলো কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। কলকাতায় চিকিৎসাশেষে সিলেটে এসে আশ্রয় নিলেন জেলা হেড কোয়ার্টারের ডেনে। ১০ বছর আত্মগোপন থাকার পর ১৯৫৮ সালে হেনা দাস শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। আত্মগোপনে থাকার পর শিক্ষক হিসেবে প্রকাশ্য জীবনের নতুন অধ্যায় তার জীবনে সূচিত হলো। ওই বছর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রথম ধর্মঘট আন্দোলন চলছিল। ওই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে শিক্ষক সমিতির একজন কর্মী হিসেবে সংগঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এরপর '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহিলা পরিষদের নেত্রী হিসেবে তিনি নারী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ থেকে ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১২ বছর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন 'শিক্ষক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঐ সংগঠনেরই সহসভানেত্রী। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র গণশিক্ষার তিনি সম্পাদক। ইতিমধ্যে তার পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, স্মৃতিময় দিনগুলো, স্মৃতিময়-'৭১, উজ্জ্বল স্মৃতি, আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন এবং নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা। অবসর জীবনে বসবাস করছেন ঢাকায় মেয়ের সঙ্গে।

❑ মনির তালুকদার